তারিখ 02 FEB 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

প্রথম আলো

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্জন গর্ব করার মতো

'ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা : মেকিং আনমেকিং রিমেকিং' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলনসহ দেশের সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শত বছর পূর্তির প্রাক্কালে বিগত ৯৪ বছরের এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্জন ও ব্যর্থতার পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন।

গতকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী সিনেট ভবনে *ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা : মেকিং আনমেকিং রিমেকিং* বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এ কথা বলেন। বইটির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিত তৈরি হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

জার্মানিভিত্তিক অলাভজনক রাজনৈতিক গবেষণা সংস্থা ফ্রেডরিক এবার্ট স্টিফটুংয়ের (এফইএস) সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ ও ইতিহাস বিভাগ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বইটি প্রকাশ করেছে প্রথমা প্রকাশন। যৌথভাবে বইটি সম্পাদনা করেছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ ও ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ইফতেখার ইকবাল। বইটির ১৪টি নিবন্ধে লেখকেরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা দিক বিভিন্ন আঙ্গিকে দেখার চেষ্টা করেছেন। এতে উঠে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা কার্যক্রম, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, ছাত্র আন্দোলন, সুশাসনসহ নানা বিষয়।

উপাচার্য বলেন, বইটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উঠে এসেছে। বিশ্ববিদ্যালয়কে বাংলাদেশের প্রাণ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও এর যা অর্জন, তা গর্ব করার মতো।

অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মতো নয়। এটাই একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়, যে একুশের মতো একটি জাতীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেছে। এটা যদি সঠিক পথে যায়, তাহলে বাংলাদেশও সঠিক পথে পরিচালিত হবে। সে কারণে বইটির ভেতরে বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে নানা ভাবনা তুলে ধরা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অধ্যাপক নাসরীন আহমেদ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের চেয়ারপারসন অধ্যাপক ফেরদৌস আজিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের চেয়ারম্যান এহসানুল হক, ইতিহাস বিভাগের চেয়ারপারসন সোনিয়া নিশাত আমিন, একই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ইফতেখার ইকবাল এবং এফইএসের কর্মসূচি সমন্বয়ক সাধন কুমার দাস।

ইংরেজিতে প্রকাশিত এ বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৩৬। অমর একুশে গ্রন্থমেলায় প্রথমা প্রকাশনের স্টলে (স্টল নম্বর ২১৩-২১৬) বইটি পাওয়া যাচ্ছে।